খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

নং-কেসিসি/সাসেবি/সাপ্রশা/ -৯২৭/২২-১২৬

তারিখ-২০/১/২০২২

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

গত ২৯/১২/২০২১খ্রিঃ তারিখ বুধবার বেলা ১২-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম এঁর সভাপতিত্বে সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত অবহিতকরণ কর্মশালার কার্যবিবরণী:

সভায় উপস্থিতি (সংযুক্ত "ক") :

সভাপতি	:	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), কেসিসি।
পরিচালনায়	:	জনাব মনিরুজ্জামান রহিম
সভার স্থান	:	শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, কেসিসি।
তারিখ ও সময়	:	২৯/১২/২০২১, দুপুর ১২-০০ ঘটিকায়।

সভার শুরুতে ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান রহিম খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত অবহিতকরণ কর্মশালার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

এ পর্যায়ে সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেজেন্টেশন করার জন্য তিনি কেসিসি'র ভেটেরিনারি সার্জন ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস কে অনুরোধ জানালে তিনি উক্ত বিষয়ে সকলের সামনে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি সিটিজেন চার্টার কি, এর উদ্দেশ্য ও ভিশন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এছাড়া জনগণের সেবা নিশ্চিত করাসহ কোন কাজের সেবা পেতে কার কাছে যেতে হবে, সেবা পেতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়ার স্থান, সেবা পাবার জন্য ধার্যকৃত সেবামূল্য, সেবা পেতে কতদিন সময় লাগবে, সেবা পেতে দপ্তরের নাম বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, তালাকের মাধ্যমে বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়ে সালিশের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি, জমি জায়গা সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও প্রতিকার, নতুন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত, ইজি বাইকের লাইসেন্স ও চালক লাইসেন্স ফি, প্রতি বর্গফুট হিসেবে বিজ্ঞাপনী সাইনবোর্ডের কর, ধার্যকৃত সেবামূল্য, নতুন হোল্ডিং নম্বর পেতে নিয়ম-কানুন এবং একাধিক ভাইদের ক্ষেত্রে হোডিং পৃথকীকরণ, হোল্ডিং নিষ্পত্তি এবং হোল্ডিং বাতিল করার নিয়ম, ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেয়া, দ্বৈত দোকান ঘরের নাম পরিবর্তন, বাড়ির কুকুর বিড়ালে কামড়ালে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ইনজেকশন দেয়া, ইপিআই কার্যক্রমে মা ও শিশুদের টিকা প্রদান, খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশন সংক্রান্ত প্রিমিসেস লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান কসাইখানা এবং আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ ও বাস্তবায়ন, পোষা প্রাণীর লাইসেন্স ও বেল্ট প্রদান, হোটেল-রেস্তোরাঁর স্বাস্থ্য সনদ এবং অসুস্থ রোগীর জন্য এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান, ভেকুট্যাগ এর মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার, ঠিকাদারী লাইসেন্স তালিকাভুক্তিকরণ ও নবায়ন, পানির লাইন সংযোগের জন্য রাস্তা কর্তন, প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ, রোড রোলার ভাড়া, নাগরিক সেবা, হাদিস পার্ক বরাদ্দ, বাসা/দোকান বরাদ্দ, ঋণ প্রদান, অকেজো মালামাল ও পুরাতন গাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে কেসিসি সেবা দিয়ে থাকে এবং সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে কেসিসি উল্লিখিত সেবা সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। এছাড়া খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রশাসনিক শাখার মাধ্যমে আবেদন করলে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

নাগরিকগণ কোন অভিযোগ দিলে অনিক (অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা) তা নিষ্পত্তি করবে, তিনি ব্যর্থ হলে আপিল নিষ্পত্তি কর্মকর্তার কাছে যেতে হবে এবং তিনি ব্যর্থ হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যেতে হবে। তবে কেউ কোন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যাবে এটা কাম্য নয়। আপীল কর্মকর্তা অভিযোগ বিষয়ে নিষ্পত্তি বা সমাধান করবেন।

অপর পাতায়

মোঃ আজমুল হক
সচিব
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

সভায় প্রকাশ পায় যে, কেসিসি যে সব বিষয়ে সেবা দেয় তা জনগণকে অবগত করানো এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম প্রচার ব্যবস্থা হিসেবে সিটিজেন চার্টারে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। সেবাদাতা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে। জনগণের কাজে সহযোগিতা করা, কাজের দপ্তর দেখিয়ে দেয়া এবং কাজটি যেন সহজ লভ্য হয় সেই ব্যবস্থা করাও প্রতিশ্রুত সেবা দান করা হয়। রাস্তা-ঘাট, ড্রেন ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে ক্লিনসিটি প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থার উন্নয়ন, যত্রতত্র মলমূত্রের জন্য জরিমানা ধার্য, কসাইদের ডিজিটাল পরিমাপের এবং মাংশের মূল্য নির্ধারণ করলে মানুষ উপকৃত হবে। ক্লিনিক, হাসপাতাল ও বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা থাকে হবে। বিভিন্ন সনদপত্র কোথায় এবং কতদিনে পাওয়া যাবে তা থাকতে হবে। স্বাস্থ্য বিষয়ে ও এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ব্যবস্থা থাকতে হবে, বিজ্ঞাপনী কর নির্ধারণসহ সকল কাজে সেবামূল্য নির্ধারণ করে সিটিজেন চার্টার তৈরি করতে হবে।

প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, খুলনার মানুষের সুন্দর শহর উপহার দেয়ার জন্য কাজ করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান। অফিসিয়াল কাজের জবাবদিহিতা না থাকলে ভাল হয় না। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের উপর তিনি খুশি নন। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোন ভুল ত্রুটি থাকলে সংশোধন হয়ে নীতিবান হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার অনুরোধ করেন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে খুলনা শহর ভাল পরিস্কার ছিল কিন্তু এখন ড্রেন থেকে দূর্গন্ধ আসে। বিল্ডিং করলে কোন অবস্থাতেই সেপ্টিক ট্যাংক থেকে ড্রেনের সাথে কালেকশন করা যাবে না। রান্না ঘর থেকে কাজের লোক জানালা দিয়ে ময়লা ড্রেনে ফেলায়। কোন সমাজে এটা চলতে পারে না। এ বিষয়ে জনগনকে সচেতন হতে হবে। তাহলে শহর পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং সুন্দর হবে। তিনি কাউন্সিলর থাকাকালীন সময়ে তার ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন। তদ্রুপ সকলকে বুঝিয়ে সচেতন করতে হবে। ময়লা আবর্জনা দিয়ে সার, ডিজেল ইত্যাদি তৈরি করার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। হোল্ডিং ট্যাক্স যাতে সহজে দিতে পারে তার জন্য ছাড় দিয়ে ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়। সমস্যা থাকলে রিভিউ করতে পারবে। বৃষ্টির সময় ড্রেন, রাস্তার উন্নয়ন কাজ করতে দেয়া হবে না। কারণ কাজের মান ভাল হয়না। কেসিসি'র ড্রেনের সাইড ওয়ালের উপর বাউন্ডারী ওয়াল করা যাবে না। জনগণের টাকায় নির্মিত রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদির উপর দখল করে কোন কিছু করা যাবে না। দূর্নীতি বিভিন্নভাবে হয়। খুলনার উন্নয়ন সংস্থা নির্মিত আবাসিক এলাকাগুলোতে সেকেন্ডারী পয়েন্ট, খেলাধুলা ইত্যাদি ব্যবস্থা না রেখে শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিক আবাসিক এলাকা নির্মাণ করেছে। দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনের চেষ্টা করছে। প্রধান ফটকের পাশে এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিটিজেন চার্টার বা সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি জনগণকে অবহিত করণের জন্য টাঙানো হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও টাঙ্গানো হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই কেসিসি'র সকল ক্ষেত্রে দূর্নীতিমুক্ত থেকে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান।

অপর পাতায়

মোঃ আজহারুল হক
সচিব
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গুনীজনদেরকে কর্মশালায় উপস্থিত নিশ্চিত করার এবং বক্তব্য দেয়ার সময় নগরবাসীর উপকারার্থে সেবাদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। নগর ভবন, ওয়ার্ড সচিব ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থাপিত সিটিজেন চার্টারের ন্যায় খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিটিজেন চার্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সিটিজেন চার্টারে কেসিসি'র সব ধরনের সেবা মূল্য এবং সেবা পাবার স্থান নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০/০১/২২

লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং- কেসিসি/সেবি/সপ্রকা/...২২-১৭৩(৬) তারিখ- ২০/১/২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় প্রধানগণ, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। শাখা প্রধানগণ, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। সি.এ.টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। সংশ্লিষ্ট নথি।

২০/০১/২২

লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ আজমুল হক
সচিব
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।